গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবাবিভাগ
প্রশাসন-৩অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারকনং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০১৮-২০৯

তারিখঃ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
১২ জুন ২০১৮

বিষয়ঃ বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি :সভার কার্যবিবরণী ০৮ ফর্দ।

১২.০৬.১৮
মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
ফোন:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১ . মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
২ . বিভাগীয় কমিশনার (ঢাকা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ)।
৩ . অনুবিভাগ প্রধান, নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/অগ্নি/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ/কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪ . মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

প্রধান অতিথি	:	জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ	:	৩১ মে ২০১৮ খ্রি:
সময়	:	বেলা ০১.৩০ মিনিট
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

মাননীয় প্রধান অতিথি কর্তৃক সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভার পটভূমি ব্যাখ্যা করে তিনি জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী গত ২৭-০৮-১৭ তারিখ থেকে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে বিভাগীয় কমিশনারগণের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুরু থেকে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত ৭টি সমন্বয় সভার মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কাজের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়/সংযোগ সাধন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বিভিন্ন বিষয় যেমন : মাদকবিরোধী অভিযান, জমি অধিগ্রহণ, মামলা-মোকদ্দমা, সরকারি জমি দখলমুক্ত করা, জমির রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় দপ্তরসমূহের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে বিভাগীয় কমিশনারগণ মাদকবিরোধী প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

০২। মাঠ পর্যায়ে সরকারি কর্মকাণ্ডের সার্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় প্রধান অতিথি বলেন যে, সারা দেশে বর্তমানে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মাদকের অভিশাপ এবং ভয়াবহতা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে মাদকের প্রতি জিরো টলারেন্স' নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত এ অভিযান সফল ও ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি বিভাগীয় কমিশনারগণের প্রতি আহবান জানান।

০৩। বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন :
বিগত ২৯-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে অনুমোদন করা হয়।

০৪। **দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনা:**
সভাপতির নির্দেশক্রমে দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনার নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তু সভায় উপস্থাপন করা হয়।

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ	• আগামী ২৬ জুন ২০১৮ তারিখে মাদকের অপব্যবহার রোধ ও অবৈধপাচার বন্ধে "আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস" জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রেখে যথাযথভাবে উদযাপন করা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মাদকবিরোধী ফেস্টুন	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

		স্কুল,কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ০২টি করে স্থাপন নিশ্চিত করা; • মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য সকল প্রকার সভা/সেমিনারে মাদকবিরোধী আলোচনার বিষয়টিকে এজেন্ডাভুক্ত করা; • মাদকবিরোধী বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, র‍্যালি, ক্যাম্পেইন ইত্যাদি আয়োজনে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা; • ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে প্রচার অব্যাহত রাখা, ইমামগণ কর্তৃক শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান অব্যাহত রাখা এবং এ ব্যাপারে উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিষয়টি ফলোআপ করা; • সমাজকে মাদকমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/প্রশাসন এর তরফ থেকে যারা কাজ করছেন তাদের অর্জিত সাফল্যকে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এ ক্ষেত্রে দুদক কিংবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা; • মাদকের কুফল ও এর ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অবিলম্বে সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কতৃর্ক যথাক্রমে জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের সফরসূচি সংগ্রহপূবর্ক জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ কতৃর্ক গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশে যোগদান কিংবা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে মাদকের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদানের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাঁদের দৈনন্দিন সফরসূচির অনুলিপি বিভাগীয়/জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখা; • ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ইমামগণের প্রশিক্ষণ সূচিতে মাদকবিরোধী আলোচ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে মাদকের বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা; • ধর্মীয় সভা/ওয়াজ মাহফিলে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা; • গুরুত্বপূর্ণ স্থান/বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ প্রাঙ্গণে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড ইত্যাদি স্থাপন অব্যাহত রাখা; • মাদকবিরোধী কর্মসূচি নিয়ে বিভাগীয় আইন-শৃংখলা কমিটি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং জেলা ও উপজেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা অব্যাহত রাখা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহণ করা; • মাদকবিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে গৃহীত সকল কার্যক্রম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, নিয়মিত সেগুলো আপডেট করা এবং প্রমাণাদিসহ প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা।	

খ.	মাদকবিরোধী তথ্যচিত্র প্রদর্শন	• মাদকবিরোধী বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টারি ফিল্ম ও প্রকাশনা প্রচার করা; • জেলা পর্যায়ে বড় বড় হাট-বাজারে কিংবা মেলা চলাকালে জেলা তথ্য অফিস কতৃর্ক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারকালে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রচারের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা;	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
গ.	সীমান্তে মাদক পাচার রোধ করা	• সীমান্ত পথে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ/পাচার রোধকল্পে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঘ.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধিনস্ত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম তদারকিকরণ	• বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক নিয়মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিসসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা এবং এ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি সুরক্ষা সেবা বিভাগ-কে অবহিত করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঙ.	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	• লাইসেন্স প্রাপ্ত (সংলগ্নী-১) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়সাধন করে নিয়মিত নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা; • যে সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই (সংলগ্নী-২) এবং যে সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে নিরাময় কেন্দ্র চালুর বিষয়ে দৃশ্যমান কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি, সে সব জেলায় এ বিষয়ে দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করা; • দুর্বল/রুগ্ন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী গ্রহণ করা; • স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি হাসপাতালে মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য পৃথক ইউনিট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির সময়ে কিংবা নতুন হাসপাতাল নির্মাণকালে মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড স্থাপন এবং বিদ্যমান সরকারি হাসপাতালসমূহে মাদকাসক্তদের জন্য অন্তত একটি ওয়ার্ড পৃথকভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা; • কারাগারগুলোতে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য পৃথক সেল স্থাপন করা; • স্থানীয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠনের উদ্যোগে বেসরকারি পর্যায়ে আরো বেশী সংখ্যায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
চ.	বিভাগীয় পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠান	• মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারগণকে যুক্ত করে বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকবিরোধী সভার আয়োজন করা; • বিভাগীয় সমাবেশে মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং স্থানীয় গণ্যমান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করে মাদকবিরোধী বড় সমাবেশের আয়োজন করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদক অনুবিভাগ/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
ছ.	মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা	• উপজেলা, জেলা এবং মাদকপ্রবণ এলাকায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অভিযান অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

জ.	পাঠ্যপুস্তকে মাদকের অপব্যবহার রোধ কল্পে শিক্ষা কারিকুলামে সূচি অন্তর্ভুক্তকরণ	• মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে শিক্ষা কারিকুলামের পাঠ্যপুস্তকে মাদকবিরোধী বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদক)।
ঝ.	উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর কমর্কতা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে Training Need Assess করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

খ. কারা অধিদপ্তর:

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক	• মাদক সংক্রান্ত মামলাসহ অন্যান্য লঘু অপরাধে অভিযুক্ত মামলায় যে সকল বন্দি দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বিচারের অপেক্ষায় আটক আছে নির্ধারিত ছকে তাদের তালিকা প্রণয়ন;	• মাদক সংক্রান্ত মামলাসহ অন্যান্য লঘু অপরাধে অভিযুক্ত মামলায় যে সকল বন্দি দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বিচারের অপেক্ষায় আটক আছে নির্ধারিত ছকে তাদের তালিকা প্রণয়ন করা। ছক প্রস্তুতের বিষয়ে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা;	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ।
	• মুক্তি প্রদানের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;	• লঘুদন্ডে দন্ডিত কিংবা গুরুদন্ডে দীর্ঘদিন কারাভোগের কারণে বর্তমানে অচল ও অক্ষম বন্দিদের তালিকা প্রণয়ন এবং এতদসংক্রান্তে জেলা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তাদেরকে মুক্তি প্রদানের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	
	• বিশেষ ব্যবস্থায় কিংবা বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে বিচার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ।	• মাদক মামলাসহ লঘু/হালকা অপরাধের কারণে যে সকল হাজতি দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বিচারের অপেক্ষায় আটক আছে, সে সকল বন্দির একটি তালিকা ক. "লঘুদন্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত ০৬(ছয়) মাসের অধিক মাদক মামলায় আটক হাজতির সংখ্যা"; খ. "লঘুদন্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত ০১(এক) বছরের অধিক মাদক মামলায় আটক হাজতির সংখ্যা"; ও গ. "লঘুদন্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত আটক হাজতির সংখ্যা" ইত্যাদির ভিত্তিতে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে, প্রেরণ করা; উক্ত তালিকা নিয়ে আইন ও বিচার বিভাগ এর সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে বিশেষ ব্যবস্থায় কিংবা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে তাদের বিচার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	
খ.	কারাগার পরিদর্শন	বিভাগীয় কমিশনারগণ/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক কারাগারসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
গ.	কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন	• কারা অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড (সংলগ্নী-০৩) কারা অধিদপ্তরের নামে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; • রাজশাহী জেলার কারাগারের জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্তে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক জরুরিভিত্তিতে সভা আহবান করা; • কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমির রেকর্ড ভুলভাবে প্রণীত হওয়ায় তা সংশোধন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রাখা; • কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধন, এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের রূপরেখা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ, কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার,	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।

		চট্টগ্রাম এবং জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এর সমন্বয়ে টিম গঠন করত: কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের অব্যবহৃত জমি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সুপারিশ প্রদান করা।	
ঘ.	অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার।	• কারাগারের জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা; • অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।
ঙ.	এল এ প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ	• মৌলভীবাজার (৩.০৩ একর), মাদারীপুর (৬.০০ একর), সিরাজগঞ্জ (৪.০০ একর) এবং খুলনা (৩.৩১ একর) জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে এল এ প্রাক্কলন দ্রুত সম্পন্ন করা; • বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন এল এ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদান করা।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।
চ.	কারাগারের খাদ্যের মান পরীক্ষাকরণ	• বন্দিদের খাবারের মান যথাযথ আছে কি'না তা পরীক্ষা করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক আকস্মিক কারাগার পরিদর্শন অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ছ.	অবৈধভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং কারাবিধি পরিপন্থী কার্যক্রম বন্ধ করা।	• কারাগারের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধ এবং কারাবিধি পরিপন্থী কোন কার্যক্রম যাতে সংঘটিত না হয় সে জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
জ.	কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান	• দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের পাক্ষিক প্রতিবেদন কারাগার পরিদর্শনকালে যাচাইকরণের সুবিধার্থে প্রতি মাসে কারা অনুবিভাগ কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনার-কে গোপনীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করা;	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/অতিরিক্ত সচিব (কারা)
ঝ.	কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস।	• কাস্টডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস করা; • গুরুত্বপূর্ণ মামলায় জব্দি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বন্দিদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ তাদেরকে নিয়মিত নজরদারীর আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।

গ. বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশিদের হয়রানি বন্ধকরণ	• পাসপোর্ট অফিসের দালালচক্রের তালিকা গোপনীয়ভাবে জেলা প্রশাসক বরাবর সরবরাহ করা; • পাসপোর্ট অফিসের দালালচক্রের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • পাসপোর্ট অফিসের আশে-পাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
খ.	অনলাইনে পাসপোর্ট আবেদন	• ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদনের বিষয়টি জনপ্রিয় করার নিমিত্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা; • পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যাতে পাসপোর্ট পেতে	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

		না পারে সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/ বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	
গ.	পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ	• ১৬টি জেলায় (**সংলগ্নী**-৪)পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা; • যে সকল জেলায় "১৭ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প (**সংলগ্নী**-৫)" এর আওতায় ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে, গুণগত মান নিশ্চিত করার স্বার্থে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাঁদের দৈনন্দিন সফরসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত পরিদর্শন/তদারকি করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঘ.	মায়ানমার থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের নিবন্ধন	• মায়ানমার থেকে আগত নাগরিকবৃন্দের নিবন্ধন করার জন্য ৯৬ টি ওয়ার্ক স্টেশন স্থাপন করা হয়। এ সকল ওয়ার্ক স্টেশনে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সাময়িকভাবে নিয়োজিত থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের নিবন্ধন কার্যক্রমে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার কর্তৃক বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা; • মায়ানমার হতে আগত আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	বিভাগীয় কশিনার, চট্টগ্রাম
ঙ.	পাসপোর্ট গ্রহীতাদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।	• পাসপোর্ট আবেদনপত্র গ্রহণের পর থেকে কতদিন পর পাসপোর্ট প্রদান করা হয়েছে তা ছক আকারে পাক্ষিকভিত্তিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রাখা; • জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক, অতিরিক্ত সচিব (বহিরাগমন) কর্তৃক বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে পাক্ষিকভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক সচিবের নিকট যথারীতি উপস্থাপন করা এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক, অতিরিক্ত সচিব(বহিরাগমন)।

ঘ. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর:

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	অনাপত্তি সনদ গ্রহণ	পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে অনাপত্তি সনদ গ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
খ.	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা: জনাব মো: দেলওয়ার হায়দার, পরিচালক(প্রশাসন), এফএসসিডি, হাইকোর্টের সাথে জড়িত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহের নিম্নরূপ তথ্যাদি প্রদান করেন : বিভাগ | জেলা | মামলার সংখ্যা ঢাকা | নবাবগঞ্জ, | ০১টি	• বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহের তালিকা মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনার-কে প্রদান করা; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি অধিগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহ (**সংলগ্নী**-০৬) দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম তরান্বিত করার জন্য বিভাগীয়	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

		ঢাকা		কমিশনার কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • বিভাগীয় কমিশনারগণ জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
		ময়মনসিংহ	নকলা, শেরপুর	০১টি	
		চট্টগ্রাম	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	০১টি	
			দেবিদ্বার ও নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা	০২টি	
		খুলনা	পাইকগাছা, খুলনা	০১টি	
			শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১টি	
গ.	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ			• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা; • ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে বা মামলা-মোকদ্দমার উদ্ভব হলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করা এবং সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমকে (**সংলগ্নী**-৭) অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনায় নেয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। • নদী কাম ফায়ার স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সামগ্রিক বিষয় উল্লেখ করে আগামী ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে সচিব বরাবর একটি প্রতিবেদন দাখিল করার কথা থাকলেও অদ্যাবধি প্রতিবেদন দাখিল করেননি। অবিলম্বে উক্ত প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঘ.	স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন			• স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করা; • স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সর্বনিম্ন পরিমাণ সকল বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করা; • ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই এমন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিভাগীয় কমিশনারগণের মতামতের ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করে তার তালিকা প্রস্তুত করা; • স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঙ.	গণসচেতনতা জোরদারকরণ			• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ের জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কতৃর্ক যথাক্রমে জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের সফরসূচি সংগ্রহপূবর্ক জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ কতৃর্ক মহড়া অনুষ্ঠানে, গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশে যোগদান কিংবা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

		বক্তব্য প্রদানের জন্য যোগাযোগ করা। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাদেঁর দৈনন্দিন সফরসূচির অনুলিপি বিভাগীয়/জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ে প্রেরণ করা; • এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অব্যাহত রাখা এবং গৃহীত কার্যক্রম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে নিয়মিত আপডেট রাখা; • জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বড় বড় স্কুল-কলেজে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় ক্যাপাসিটি ও ভলান্টিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধিসহ তাদের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে নিয়মিত আপডেট রাখা; • ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ ও সমাবেশ পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের জন্য সংশোধিত বাজেটে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	
চ.	উদ্বোধনের অপেক্ষাধীন নবনির্মিত ফায়ার স্টেশনের তথ্য প্রদান	• নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরেও জনবলের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না এমন ফায়ার স্টেশনের তালিকাসহ জনবল নিয়োগ বিষয়ে সচিবকে অবহিত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ছ.	আইন/বিধি প্রণয়ন	• হাই রাইজ বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অনাপত্তি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার নিমিত্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করত: বিল্ডিং কোড সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; • যানবাহন এবং আবাসিক বাসা-বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের সংখ্যাধিক্য এবং দুর্ঘটনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সিলিন্ডার নিয়মিত পরীক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করত: এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি)।

০৫। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।